মূলশব্দাবলী
শিক্ষা/ পথ নির্দেশনা/লাল-পালন
হৃদয়/অন্তর
সদ্ব্যবহার/সহানুভূতি
খাপ খাওয়ানো/ উপযোগী

mic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

5 September 2025 / 12 Rabiulawal 1447H

“আত্মার শিক্ষক: লালন-পালন ও দিকনির্দেশনা

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَٱلْإِيمَانِ، وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْإِحْسَانِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

জুম্মায় উপস্থিত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আপনারা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করে সর্বদা তাঁর উপস্থিতির সচেতনতা হৃদয়ে ধারণ করুন। তাঁর সব আদেশ পালন করুন এবং তাঁর সব নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে বিরত ্রাখুন।। রবীউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মিলাদ উদযাপনের প্রেক্ষাপটে আসুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি ভালোবাসার সাক্ষ্য প্রমাণ দিই—। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের এই ভালোবাসার সাক্ষী হন। আমীন, ইয়া রব্বাল ‘আলামীন।

সম্মানিত সুধী,

এ কি সত্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নবী ও সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হওয়ার পাশাপাশি আত্মার শিক্ষক ও লালনকারী হিসেবেও প্রেরিত হয়েছেন?

নিশ্চয়ই, আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) আত্মার শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর দিকনির্দেশনার কারণেই মানবজাতি অন্ধকার থেকে আলোর পথে, ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে একক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঠিক পরিচয় লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে সুরা জুম্মার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আছে;

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى
ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ٢

অর্থঃ *তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা (হিকমত) শিক্ষা দেন। তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল।*

উপস্থিত সম্মানিত সুধী,

উক্ত আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ছিলেন মানবতার প্রকৃত শিক্ষাগুরু ও আত্মার লালনকারী। তিনি তাঁর উম্মতকে জ্ঞানে, ঈমানে ও নৈতিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রিয় নবীর জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি কেবল আল্লাহ্র বাণী প্রচার করেই থেমে থাকেননি; বরং তাঁর অনুপম চরিত্র ও আচার-আচরণের মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছেন এবং যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের অন্তরে অমোচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছেন।”

হে মুমিনগণ, উদাহরণস্বরূপ সাহাবি আনাস ইবন মালিক (রাঃ)> মাত্র দশ বছর বয়সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে আসেন। এরপর পূর্ণ দশ বছর তিনি প্রিয় নবীর খেদমতে নিয়োজিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। শৈশবের কোমল বয়সেই তিনি নবীজীর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর শিক্ষা, চরিত্র ও দিকনির্দেশনার সরাসরি বরকত অর্জন করেছিলেন—যা তাঁর জীবনের জন্য চিরন্তন আলো হয়ে দাঁড়ায়।

সাইয়্যিদুনা আনাস (রাঃ) নবী করিম (সঃ) বর্ণনা করেছেন: 'আমি কখনও কাউকে নবীজীর চেয়েও শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখিনি।' (মুসলিম) এ থেকে আমরা শিখি যে নবীজীর কোমলতা, দয়া ও শিশুদের প্রতি অসীম প্রেম কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুকরণীয় আদর্শ। আমাদেরও শিশুদের সঙ্গে সদয়, সহানুভূতিশীল ও উদার আচরণ প্রদর্শন করা উচিত।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু মহৎ গুণাবলী কী কী, যা তাঁকে একজন কার্যকরী শিক্ষক ও আত্মার লালনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল?

প্রথম: ইহসান ও সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষা প্রদান

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বুঝতেন যে সত্যিকার লালন-পালনের জন্য একটি উন্মুক্ত হৃদয় থাকা প্রয়োজন যা নতুন কিছু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই, তাঁর শিক্ষা প্রদানের প্রতিটি পদ্ধতি ইহসান ও সহানুভূতিতে ভরা ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, একবার একজন ব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইল—একটি বিষয় যা ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। তবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখালেন? তিনি কি তাঁর কণ্ঠ উচ্চ করেছিলেন, কঠোর শাসন করেছিলেন, বা জনসমক্ষে তাকে অবমাননা করেছিলেন? একেবারেই না। বরং তিনি ধৈর্য, কোমলতা এবং ন্যায্য দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

"বরং, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করলেন। তিনি এমন উদাহরণ উপস্থাপন করলেন যা ওই ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করতে পারত। এরপর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় হাত সেই ব্যক্তির বক্ষস্থলে স্থাপন করে আন্তরিকভাবে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। সবকিছুই ঘটে শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশে, যা সহানুভূতি ও দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয়: তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের বোঝা এবং তাদের সামর্থ অনুযায়ী খাপ খাওয়ানো

রাসুলুল্লাহ সা.ও. সর্বদা নিশ্চিত করতেন যে তাঁর কথাগুলি তাঁর শ্রোতার সঙ্গে উপযুক্ত হয়। যদিও তিনি একজন নবী এবং সমাজের নেতা ছিলেন, যার উপর বিশাল দায়িত্ব বর্তমান এবং উচ্চ অবস্থান ছিল, তবুও রাসুলুল্লাহ সা.ও. কখনও ব্যর্থ হতেন না তাঁর বক্তব্যের পদ্ধতি সামঞ্জস্য করতে, এমনকি যখন শিশুদের সঙ্গে কথা বলতেন।

উদাহরণস্বরূপ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ). আবু উমাইর নামের একটি ছোট ছেলেকে চিনতেন যার একটি পোষা পাখি ছিল। যেকোনো সময় যখন তিনি তাকে দেখতেন, নবী (সাঃ) তাঁর প্রিয় পোষা পাখি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যদিও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর

আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিচালনা করার ছিল, তবুও তিনি কখনও শিশুর সঙ্গে বা অন্য কারো সঙ্গে—কথোপকথনকে গুরুত্বহীন মনে করতেন না।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

নবীর তত্ত্বাবধানে, তিনি সাহাবাদের চরিত্র গঠনে সফল হন—যা ছিল বড় সংখ্যক তরুণদের নিয়ে গঠিত একটি প্রজন্ম। সহানুভূতি এবং উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে, রাসুলুল্লাহ (সা) ও কেবল একজন শিক্ষকরূপে যিনি জ্ঞান প্রদান করতেন, তাই নন, বরং একজন পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যিনি হৃদয়কে স্পর্শ করতেন এবং উম্মাহর স্থায়ী উত্তরাধিকারের ভিত্তি স্থাপন করতেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্থাপনকৃত পথ—হাদিউন নবীতে —অভ্যস্ত ও দৃঢ়ভাবে চলার তৌফিক দিন, যেন একদিন আমরা আমাদের প্রিয় নবীকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাই। এবং আল্লাহ তাআলা প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও তত্ত্বাবধায়ককে, যিনি কখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছেন এবং তাঁর সেবা দিয়ে অবদান রেখেছেন, সেরা প্রতিফলন ও আশীর্বাদ দিয়ে পুরস্কৃত করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

My dear brothers,

In the early hours of this coming Monday, 8th September, we will witness a lunar eclipse, which will be visible from 12:27 a.m. until 3:56 a.m. As Muslims, we regard the eclipse as a sign of Allah's greatness. We are encouraged to perform the voluntary eclipse prayer individually or in congregation, at home or at the mosque, and increase our supplications when it occurs, in accordance with the words of Rasulullah s.a.w. in the hadith reported by Muslim: *"If you see it (the eclipse), then pray and supplicate."*

Therefore, do not miss this opportunity to follow the Sunnah of Rasulullah s.a.w. Perform the voluntary eclipse prayer if possible, or at the very least, increase our supplications and acts of worship. May Allah s.w.t. accept and bless every one of our deeds. Amin, ya Rabbal 'Alamin.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.